পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
সিনিয়র সচিবের দপ্তর
ডাইরি নং ৭৭৬ তারিখ: ১১/০৩/২৪

সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

ডিও নং- ২২.০০.০০০০.০৭৫.২২.০০৩.২৩-৯৩

তারিখ: ২১ ফাল্গুন ১৪৩০ / ০৫ মার্চ ২০২৪

প্রিয় মহোদয়,

আপনি নিশ্চয়ই অবহিত আছেন যে, বাংলাদেশের মহান সংবিধান (অনুচ্ছেদ ১৮ক), বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সনদের স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। এরই সাথে সঙ্গতি রেখে আমরা বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ, প্লাস্টিক দূষণ, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

২। বাংলাদেশে শহরাঞ্চলে প্রায় ৩০,০০০ মে. টন মিউনিসিপ্যাল মিশ্র কঠিন বর্জ্য তৈরি হয় যার মধ্যে গড়ে ১০% প্লাস্টিক বর্জ্য অন্তর্ভুক্ত যা বছরে প্রায় ৮,২১,২৫০ টন। সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষায় ৩৬% প্লাস্টিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহৃত হয়, ৩৯% ল্যান্ড ফিলিং করা হয় এবং বাকি ২৫% নদী ও সমুদ্রে পতিত হয়। যার পরিমাণ প্রতি বছর প্রায় ২০৭,৬৮৫ টন।

৩। সরকার কর্তৃক বিগত ২০০২ সালে পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও বিভিন্ন পণ্যের অতিরিক্ত প্লাস্টিকজাত মোড়ক এবং দৈনন্দিন জীবনে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক পণ্যের যেমন: ড্রিংকিং স্ট্র, একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের ছুরি, চামচ, প্লেট, গ্লাস, স্টারার, স্যাশে, স্টাইরোফোম, ফুড প্যাকেজিং, প্লাস্টিকের কাটলারি, প্লাস্টিকের ব্যাগ ইত্যাদির অপরিকল্পিত Disposal এবং পুন:ব্যবহার অসম্ভব বিধায় প্লাস্টিক দূষণ হতে পরিবেশ ও প্রতিবেশের সুরক্ষায় শতভাগ সফলতা অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। দুর্বল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দরুন non-biodegradable প্লাস্টিক অত্যন্ত ধীর গতিতে আমাদের খাদ্য শৃঙ্খলে অনুপ্রবেশ করে। প্লাস্টিক/পলিথিন অপচনশীল হওয়ায় পরিবেশে দীর্ঘসময় বিদ্যমান থেকে পরিবেশের (মাটি, পানি ও বায়ু) ক্ষতিসাধনসহ জলাবদ্ধতা সৃষ্টি ও মাটির উর্বরতা নষ্ট করে।

৪। উল্লেখ্য সরকার কর্তৃক সকল ধরণের প্লাস্টিক ও পলিথিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১০বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনায় ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০% প্লাস্টিক বর্জ্য রিসাইকেল নিশ্চিত করা, ২০২৬ সালের মধ্যে ৯০% সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০% প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদন হ্রাস করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৯০% সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করতে হলে সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থাকে সমন্বিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে নতুবা এর বাস্তবায়ন কঠিন হবে।

৫। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৪ এ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও পরিবেশ সুরক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগের একটি হলো 'পরিবেশ সুরক্ষা'। প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা, গবেষণা, উদ্ভিজ্জ জরিপ এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ ও বন নিশ্চিতকরণ পরিবেশ সুরক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন এবং এ মন্ত্রণালয়ের বর্ণিত চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা সমাধানে অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণকল্পে ১০০ কর্মদিবসের কর্মপরিকল্পনা স্থির করা হয়েছে। সারাদেশে প্লাস্টিকদূষণের বিষয়ে সচেতনতা তৈরি ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সচিবালয়-কে Single Use Plastic (SUP) ফ্রি ঘোষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগে সকল মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরী।

৬। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধে আপনার মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থায় (ক) নিমন্ত্রণ/ভিজিটিং কার্ড, ফাইল ফোল্ডার ইত্যাদির লেমিনেটিং বন্ধ করা (খ) সভাকক্ষে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বোতলের পরিবর্তে কাঁচের বোতল/পরিবেশ বান্ধব উপাদান সম্বলিত পুন:ব্যবহারযোগ্য বোতল ব্যবহার করা (গ) প্লাস্টিকের ব্যাগ, একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের ছুরি, চামচ, প্লেট, গ্লাস, স্টারার (যেমন চা, কফি নাড়ার জন্য ছোট স্টিক/কাঠি), বেলুন, স্যাশে (চা বা কফির প্লাস্টিকের ছোট প্যাকেট বা মিনিপ্যাক), খাবারের মোড়ক এবং স্টাইরোফোম ইত্যাদি পণ্যের ব্যবহার বন্ধকরণপূর্বক বাংলাদেশ সচিবালয়কে Single Use Plastic (SUP) ফ্রি ঘোষণার উদ্যোগ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদানে আপনার একান্ত সহযোগিতা কামনা করছি।

শ্রদ্ধান্তে —

ড. ফারহিনা আহমেদ
সচিব

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও বাজেট)
ডাইরী নং- ৪০৪ তারিখঃ ২৮/০৩/২৪

মোসাম্মৎ হামিদা বেগম
সিনিয়র সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ